১২-০৯-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে বসে আছো। রুদ্র শিববাবা তোমাদের যা কিছু শোনান তা শুনে অপরকে অবশ্যই শোনাতে হবে"

প্রশ্ন : - বাবাও যজ্ঞ রচনা করেছেন আর জগতের মানুষও যজ্ঞ রচনা করে - এই দুইয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি ?

উত্তর : - মানুষ যে 'রুদ্র যজ্ঞ' অনুষ্ঠিত করে, তা শান্তির উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ যাতে বিনাশ না হয় - কিন্তু বাবা রুদ্র যজ্ঞ রচনা করেছেন, এই যজ্ঞ থেকে বিনাশ জ্বালা বেরিয়ে যেন ভারত স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত হয়। বাবার এই 'রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের' মাধ্যমে তোমরা নর থেকে নারায়ণ অর্থাৎ মনুষ্য থেকে দেবতা হয়ে যাও । কিন্তু ঐ যজ্ঞের মাধ্যমে কোনও কিছুরই প্রাপ্তি হয় না।

গীত :- তোমাকেই ডাকতে যে আমার মন ব্যাকুল হয়ে থাকে ....

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা, এই গীত যেমনই আন্তরিকতাপূর্ণ তেমনই অর্থযুক্ত আর কতই না মধুর। যে বিশাল বুদ্ধিধারী হবে, সে এর মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারবে। বুদ্ধির বেলাতেও ক্রমানুসার আছে, উত্তম-মধ্যম-কনিষ্ঠ। উত্তম বুদ্ধিধারীই এর অর্থ খুব ভালভাবে বুঝতে পারবে। "তোমাকেই ডাকতে মন যে আমার ব্যাকুল হয়ে থাকে" কে এমন ভাবে স্মরণ করে ? -- বাচ্চারা! কিন্তু কোন্ বাচ্চারা? বাচ্চা তো অনেকেই আছে। -- যে এখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়েছে, পূর্বে দেবতা ছিল, সম্পূর্ণ ৮৪-বার জন্ম নিয়েছে, সেই তো এমন ব্যকুল হৃদয়ে আকুল হয়ে ডাকতে থাকবে। এমন বাচ্চারাই শিবের বা সোমনাথের মন্দির স্থাপনা করে। তাতেই বোঝা যায়, সে পূর্বে পূজ্য দেবী-দেবতা ছিল, এখন পূজারী হয়েছে। তাই তো সোমনাথ শিবের পূজা-অর্চনা করে। লোকেরা 'রুদ্র যজ্ঞ' করে, কিন্তু 'রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ' করে না। তাদেরকে বি.কে.-রাই বোঝাতে পারবে, রুদ্র আসলে কে? তিনি স্বয়ং কি এই যজ্ঞের রচনা করেছেন? তার রচনা না হলে, তাতে কি বা সিদ্ধিলাভ হলো ? কেউ জবাব দিতে পারবে না। যেহেতু তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র উন্মোচিত হয়েছে, তাই তা তোমরাই বলতে পারবে। জ্ঞানের এই তৃতীয় নেত্র একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ প্রদান করতে পারে না। উনি তো জ্ঞান-সাগর পরমপিতা পরমাত্মা, যার এত গুনগান। মনুষকে জ্ঞানের সাগর বলা যায় না। তোমরা জানো যে, সেই পিতামহের (বাবা) থেকেই আমরা অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পাচ্ছি, যাকে স্মরণ করতে থাকো যে - বাবা, তুমি এসে জ্ঞান-রত্ন প্রদান করো। সেই দান পেয়ে তোমরাও আবার অন্যদেরকে দান করতে পারবে।

কত সহজ শেখাবার পদ্ধতি। কেবল স্মরণ করাবে, তোমার দুই বাবা। ভক্তি-মার্গে থাকে দুই পিতা। আর সত্যযুগ ও ত্রেতাতে থাকে কেবলমাত্র লৌকিক পিতা। যা কেবল বি.কে.রাই সেই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পায়, যা বর্তমান সময়কালে অর্জন করে, নিজেদের পুরুষার্থের অনুসারে। এসব কথা মাথাতে ঘোরাফেরা করা উচিত। এমন এমন জায়গায় গিয়ে তাদের কাছে জানতে চাইবে - রুদ্র যজ্ঞের রচয়িতা কে? 'রুদ্র যজ্ঞ' আর 'রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ' কাকে বলে? এর প্রকৃত নাম কি - রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ? রুদ্র তো নিরাকার। উনি কিভাবেই বা যজ্ঞের রচনা করবেন? তবে তো উনি কোনও শরীর ধারণ করবেন। দক্ষ প্রজাপতিও তো যজ্ঞ করতেন। কাহিনীতে বর্ণিত আছে, দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞে অশ্ব

স্বাহা করতেন। সেই যজ্ঞে ঘোড়াদের টুকরো টুকরো করে জ্বালানোও হতো। তাকেই দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ বলা হয়। এখন তোমরা তা জানতে পারলে, তা লিখে দেওয়া উচিত এই যজ্ঞ আসলে কি যজ্ঞ। সেই যজ্ঞ সে খুব ধুমধাম সহকারেই করতো। অনেক টাকা-পয়সা একত্রিত করতো। অনেক ধনী ব্যক্তি যজ্ঞে অনেক দান-ধ্যান করতেন। কেউ ১০০, কেউ ৫০০! আর এই 'রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে' তো তোমরা সবকিছুই স্বাহা করে দাও। ঐ যজ্ঞে অল্প-স্বল্প পয়সা একত্রিত করে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দেয়, আর এখানে তো তোমরা নিজেরাই সম্পূর্ণরূপে স্বাহা হয়ে যাও। সেখানে কারওকে এমন ভাবে স্বাহা হতে হয় না। এখানে বাচ্চারাই বলে- "বাবা, আমি আমার তন-মন-ধন সব নিয়েই তোমার কাছে এসেছি সমর্পণ হতে।" ওখানে তেমন কেউ বলে না। তারা সেভাবে আহুতি দেয় না। ওখানে আরতি-অর্চনা সব কিছুই হয়, সাথে দান-দক্ষিণাও দিতে হয়। ধনী ও ব্যবসায়ীর কাছ থেকেই তা নেওয়া হয়। বাচ্চারা, তোমাদের এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ থেকেই বিনাশের জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়। ওদিকে তাদের যজ্ঞ হয় শান্তির জন্য। শান্তির জন্য তারা বড়ই ব্যকুল। কিন্তু শান্তি তো দরকার সমগ্র দুনিয়াতেই - তাই না ! আর সেই শান্তির সাগর হলেন স্বয়ং পরমাত্মা। যা কেবল তোমরা বি.কে-রাই তার প্রকৃত অর্থ জানো। খবরের কাগজ পাঠের সময় তোমাদের মনে চিন্তন চলা উচিত - কিভাবে লোকেদের এসব বোঝানো যায় ?

বাবা খুব ভালভাবেই জানেন, কিভাবে বি.কে.-রা দোকানের সবকিছু দেখাশোনা করে। কোন্ শেঠের কোন্ দোকান কি রকম চলছে, কোন্ ম্যানেজার কেমন। "গুঁড় জানে গুড় কী গোথরী জানে"- গুঁড়ের মতন মিষ্টি শিববাবা সবকিছুই জানেন, 'গোথরী' অর্থাৎ যে পাত্রে গুঁড় রাখা হয় অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবা সেও সব বোঝেন। কি সুন্দর এই বাক্য। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞই প্রকৃত যজ্ঞ, ওদের ব্রাহ্মণদের তো অনেক অনেক ধনী শেঠ থাকে, কিন্তু বি.কে.-দের তো কেবল এই একমাত্র শেঠ - যিনি রুদ্রবাবা। এই বাবাকে রুদ্রবাবাই বলো, কিম্বা শিববাবা বলো, বা সোমনাথই বলো - ইনিই প্রকৃত জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেন, তোমরা যার সম্মুখে বসে আছো। তাদের সেই যজ্ঞ চলে দু-চারদিন, আর তোমাদের এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ চলে অনেকদিন ধরে। এতে সময় লাগে। যেহেতু এই যজ্ঞের মাধ্যমে নর হয়ে ওঠে নারায়ণ অর্থাৎ মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার যজ্ঞ এটা। এমনটা কিন্তু দাবী করতে পারে না তারা। বাবা বোঝাচ্ছেন, কিভাবে এই বিষয়ে তাদেরকে সাবধান বাণী জানাতে হবে। মান্য-গণ্যদেরও বলবে, তোমরা যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছো, তা একেবারেই ভুল। যেহেতু একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে আসেন। অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা ভুল করে তা যুগে যুগে লিপিবদ্ধ করেছে। ঠিক তেমনি ভুল করে লোকেরাও 'রুদ্র যজ্ঞের' অনুষ্ঠান করে। বাস্তবে তা কিন্তু 'রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ'। শিবের নাম রুদ্র, যে স্বয়ং এই জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেন। যেভাবে ইব্রাহিম নিজের ইসলাম ধর্ম স্থাপন করেছে, গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম স্থাপন করেছে, তেমনি রুদ্রেরও এই জ্ঞান যজ্ঞে বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়। আবার ওদিকে লোকেরা শান্তির জন্য যজ্ঞ করে, অর্থাৎ তারা বিনাশ চায় না। কিন্তু স্বর্গ স্থাপনের জন্য যদি নরকের বিনাশ হয়, তবে তা তো ভালোই হলো - তাই না!

ভারত হলো অবিনাশী ভূখণ্ড। তাই ভারতের জনসংখ্যাও সর্বাধিক হওয়া উচিত। এই ভারতেই একদা ছিল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। যা ছিল কল্প পূর্বে। শাস্ত্রেও লেখা আছে ৩৩ কোটি দেবী-দেবতা ছিল তখনকার ভারতবর্ষে। কিন্তু একথাও তো বোঝা উচিত, আদমসুমারী গণনাতে অন্য ধর্মগুলির থেকে দেবতা ধর্মের মানুষ বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু তারা যে অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। এদিকে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমান, ইত্যাদি ধর্মের বিশাল বিস্তৃতি হয়েছে। তাই (দেবী দেবতা

ধর্মের) লোকসংখ্যা এত কমে গেছে । এসবই হয়ে থাকে অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট অনুসারে। যা বুঝতে গেলে তেমন বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। যতক্ষণ না বুদ্ধিতে সেই জ্ঞান পূর্ণ হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা বোধে আসবে না, যতই তুমি নিজেকে অর্পণ(সমর্পণ) করো না কেন, তাতে কোনও লাভ হবে না। নিজেকে অর্পণ তো অনেকেই করে, কিন্তু এই জ্ঞানকে যে খুব ভালোভাবে ভাবে ধারণ করে অপরকেও তা ধারণ করায়, অর্থাৎ প্রজা বানায়, তারাই উচ্চ পদ পেতে পারে।

উপরে বর্ণিত এই গীত একেবারেই সঠিক-তোমাকে ডাকতে মন যে আমার ব্যাকুল হয়ে থাকে...! আচ্ছা, সর্বাধিক ৮৪-জন্ম কারা পায় ? শুরুতে যারা আসে সেই দেবী-দেবতারা, অর্থাৎ ভারতেই তাদের বাস। তারাই বর্তমানে ধর্মান্তরিত হয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কেউ কেউ আবার ভারতের বাইরেও চলে গেছে। বাস্তবে ভারতের মতন এত মহান তীর্থ-স্থান আর কোথাও যে নেই। যারা ধর্ম-স্থাপক তাদেরও পবিত্র হওয়ার জন্য এই ভারতেই আসতে হয়। স্বয়ং ভগবানকে এখানেই আসতে হয়, যেহেতু বর্তমানে সবাই পতিত, সবাইকে পবিত্র বানাবার কারিগর একমাত্র এই বাবা। যা কেবল বি.কে.-রাই জানো। অবশ্য তোমাদের মধ্যেও তা যথার্থ রীতিতে জানো নিজেদের ক্রমানুসারে। তোমরা নিজেরাই বলো, এখানে তোমরা 'রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে' বসে আছো। কিন্তু বসে বসে কি করো তোমরা? রুদ্র যে জ্ঞান শোনাতে থাকেন, তোমরা তাই শুনতে থাকো। রুদ্রবাবা যতক্ষণ এই শরীরে অবস্থান করবেন, ততক্ষণই তা শোনাতে থাকবেন। তাই প্রজাপিতা ব্রহ্মারও উপস্থিতি থাকে। ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত - তা তো সকলেরই জানা। এই দিন-রাত কিন্তু সূক্ষ্ম-বতনবাসী ব্রহ্মার নয়। উনি তো সূক্ষ্ম-বতনবাসী দেবতা। তাই তার ক্ষেত্রে দিন-রাতের প্রশ্নই আসে না। ব্রহ্মার রাত অর্থাৎ পতিত অবস্থা। তা যখন পবিত্র অবস্থায় পৌঁছায়, তখন তাকে দিন বলা হয়। এই ব্রহ্মাকেও পবিত্র বানান যিনি, একমাত্র সেই সদগুরু, যিনি সত্য বাবা, সত্য টিচার ও সদ্গুরু তিনটিই একত্রিত। প্রকৃত সন্তান হলে প্রথমে ওঁনাকে পাবে পিতা রূপে, তারপরে নিজের পদ পাবে টিচার রূপে। এসব হয়ে থাকে পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। নিজের মন-বুদ্ধিতে তা সেভাবে ধারণ করতে পারলে, অত্যন্ত খুশীতেই থাকবে। আদিতে তো তোমরা এই অসীম বেহদের বাবারই বাচ্চা ছিলে। এখানে এসেছো যে যার নিজের নিজের পার্ট করতে। ভক্তি-মার্গেও সেই একই অসীম বেহদের বাবাকেই স্মরণ করে আসছো, যেহেতু একমাত্র উনিই স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। তাই স্বর্গের রাজ্য-ভাগ্যও একমাত্র উনিই দিতে পারেন। একথা বোঝা ও বোঝানো খুবই সহজ। জ্ঞানীরা সহজেই বুঝে যাবে। বাস্তবে জ্ঞানী তো তোমরা বি.কে.ব্রাহ্মণেরা। তার মধ্যেও যারা বুদ্ধিমান, তাদেরও ক্রমানুসার আছে। যেমন জাগতিক দুনিয়াতেও তা আছে। এখানেও যে যেমন সুবুদ্ধপূর্ণ হতে থাকবে, সে তত বেশী নম্বরও পেতে থাকবে।

বাচ্চারা, তোমরা নিজেরাই নিজের মনের কাছে জেনে নাও - কতটা বিচক্ষণ হতে পেরেছো? বাবা যেভাবে মুরলী শোনান, তুমিও কি ঠিক তেমনি ভাবে অন্যত্র মুরলী শোনাতে পারবে? অন্যদের বোঝাতে হবে 'রুদ্র যজ্ঞ' আর 'রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের' মধ্যে রাত-দিনের তফাৎটা। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচিত হলে তার থেকে যে বিনাশ জ্বালা বের হয়, তাতেই ভারত স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত হয়। যেখানে লোকেরা যে যজ্ঞের রচনা করে যাতে কোনও প্রকারের বিনাশ না ঘটে, অর্থাৎ যাতে স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা না হয়। যা সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা। তাই তো বাবা আসেন এদের সবাইকে উদ্ধার করতে। আর এই কারণেই উনি রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেন। বাবার কাছে তোমরাও প্রতিজ্ঞা করো - বাবা, তুমি যা শোনাবে, তা অন্যদের শোনাবো। বাবা বলেন - আচ্ছা, অন্যদের তো শোনাবে, কিন্তু এখানে তার

রিপিট (পুনরাবৃত্তি) করে শোনাও আগে। বার বার রিপিট করলে তবেই অন্য কোথাও তা ঠিকঠাক বোঝাতে পারবে। এটাই ফার্স্টক্লাস পয়েন্ট। ওদের যজ্ঞে তিল-ঘি ইত্যাদি সামগ্রী যজ্ঞের আগুনে দেওয়া হয় কিন্তু বাবার এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে তো পুরোনো দুনিয়ার সব সামগ্রী স্বাহা হয়ে যায়। যারা বাবাকে স্মরণ করে না, তাদের বুদ্ধির তালাও খোলে না। তাই বাবা বলেন - ওনার আর কি বা করার আছে! সবারই বুদ্ধি পতিত এখন, তা পবিত্র বানাতেই ওঁনার আসা। স্মরণ না করলে বুদ্ধির তালা খুলবে কিভাবে? একমাত্র স্মরণের যোগেই তা খুলতে পারে। এই বাবা যে প্রিয়র থেকেও অতি প্রিয় 'প্রিয়তম বাবা'! তাই তো ওঁনার এত মহিমা করে সবাই। এই শিববাবারই মহিমা সর্বাধিক। শিবেরই এত পূজা-অর্চনা হয়। অতএব তিনি তো আসবেনই এখানে। কিন্তু ইন্দ্রিয় ছাড়া কিছুই তো করতে পারবেন না ! তাই ব্রহ্মার শরীরকে আধার বানান। তোমরা বাপদাদার সামনে বসে আছো, কিন্তু দেহ-অভিমান থাকার কারণে বাবার প্রতি ততটা ভালোবাসা ও যথার্থ সম্মান আসে না। তাই খুব কমই বাবার ইশারাতেই চলে, ফলে নিজেরা অহংকারীও হয়ে পড়ে। অথচ তোমাদের বাবা নিজেই বলেন- "আমি যেখানে নিজে নিরহংকারী, বাচ্চাদের এত অহংকার কেন আসে ? যেহেতু বাচ্চারা নিজেদেরকে খুব বুদ্ধিমান মনে করে। তাই এত দেহ অভিমানে চলে আসে।

কারও পতি মারা গেলে, আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায়, সেই দেহও বিনষ্ট হয়ে যায়। আবার ব্রাহ্মণকে দিয়ে সেই আত্মাকে আহ্বান করে ডাকা হয়। দেহকে কিন্তু আহ্বান করা হয় না। এমন ভাবনা রাখলে তার ফল তো কিছু পাওয়া যাবেই। পতিকে স্মরণ করতে থাকলে, পতিরও সাক্ষাৎকার করিয়ে দেন বাবা। অনেকের মধ্যেই এমন গভীর ভালবাসা থাকে। কিন্তু আসবে তো কেবল আত্মাই। তেমনি কারও যদি স্ত্রীর প্রতি তেমন ভালবাসা থাকে, সেও সেই ভাবনার ফল পায়, অর্থাৎ স্ত্রীকে দেখতে পায়। সাথে আবার কিছু জিনিসও নিয়ে এসে নিজে হাতে তা পরিয়েও দেয়। এমন অনেক কিছুই হতে থাকে। পূর্বে তো কত বিধি অনুসারে আত্মাকে খাবার খাওয়ানো হতো। যেমন গণেশকে, গুরু নানককে তেমন ভাবে স্মরণ করলে সাক্ষাৎকারও হয়। এই সাক্ষাৎকার নানাজনের হলেও তার চাবিটা কিন্তু এই বাবারই হাতে। বাবা জানাচ্ছেন এই সাক্ষাৎকারের বিষয়টা অবিনাশী ড্রামার চিত্রপটেও খোঁদিত আছে। তোমরা সাক্ষাৎকার করতে থাকো আর নাটক তার সময় ও গতি অনুসারে এগোতেই থাকে, তা কখনই থেমে থাকে না। তাই ড্রামাকেই খুব ভালো করে জানতে হবে। কমপক্ষে বাবাকে স্মরণে রেখে উপযুক্ত সম্মান তো দেখাও। কেউ কেউ ভাবে বাবার প্রতি এত ভালবাসা ও সম্মান রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার। যেহেতু তিনি নিরাকার। ওঁনার রথ এই ব্রহ্মাবাবা। রথ তো রথের মতনই। তোমরা কেবল সেই নিরাকারকেই স্মরণ করবে। বাচ্চারা, নিরাকারের কোলে বসে দেখাও তো ! এই নিরাকারের সাথে বসে খাওয়া-দাওয়া। তোমরা এনার কাছে কেন আসো? বাচ্চারা বলে - বাবা, আপনি তো এনার (ব্রহ্মার) মধ্যেই অবস্থান করছেন, তাই আমরা আপনাকে ওনার মধ্যেই ভাবি। যা এত সহজ নয় কারও বুদ্ধিতে আসা । আবার এমনও অনেকে আছে, যারা কেবল গাল-গপ্পোই করতে থাকে। কিন্তু বাচ্চারা যেহেতু বাবাকে খুবই ভালবাসে, তাই তো এত ঘন্টা ধরে বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। ব্রহ্মাবাবা বলেন - তিনিও লাগাতার স্মরণ করতে পারেন না, উনিও যথেষ্টই পুরুষার্থ করেন। যদিও ব্রহ্মাবাবা একমাত্র হারানিধি বাচ্চা শিববাবার। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অর্পণ (সমর্পিত) হওয়ার সাথে সাথে নিজেকেও বিশালবুদ্ধিধারী হতে হবে। উচ্চ-পদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে জ্ঞানকে খুব ভালো ভাবে ধারণ করে অপরকেও তা করাতে হবে।

২) বাবার মতনই নিরহংকারী হতে হবে। অহংকার ত্যাগ করে বাবাকে যেমন ভালবাসতে হবে তেমনি বাবার সম্মান রক্ষা করতে হবে। দেহ-অভিমানে আসা চলবে না।

বরদান :- প্রতিটি পদক্ষেপে পদ্মাপদম্ পুণ্য অর্জনকারী বিচক্ষণ জ্ঞানী আত্মা ভব

বিস্তার :- বিচক্ষণ জ্ঞানী আত্মা সে-ই, যে আগে ভাবে পরে করে। যেমন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা ভোজনের পূর্বে ভোজন সামগ্রীকে পরীক্ষা করিয়ে তারপর তা গ্রহন করে। তেমনি সংকল্পও হল বুদ্ধির ভোজন, তাই প্রথমে তা চেক করে নিয়ে তারপর কার্যে প্রয়োগ কর। সংকল্পকে চেক করে নিলে বাণী আর কর্ম স্বতঃই সমর্থ (শক্তিশালী) হয়ে যায়। যেখানে সমর্থ সেখানেই অর্জনের সফলতা। প্রতি পদক্ষেপেই তেমনি সমর্থ হয়ে অর্থাৎ সংকল্পে, বাক্যে আর কর্মের মাধ্যমে পদ্মাপদম্ পুণ্য অর্জন করাই জ্ঞানী আত্মার লক্ষণ।

স্লোগান :- বাবা আর সবার আশীর্বাদ-এর বিমানে উড়তে পারলেই সে উরন্ত যোগী।